ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি। সত্বর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—

শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,

২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৩০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১২ই মাঘ বুধবার ১৩৫০ ইংরাজী 26th Jan. 1944 { ৩৪শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৫৪ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সাৰ্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৷০, ছোট ১৷০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিগ্রাম—"হিলিং" কলিকাতা।

১৯৪২-এর সাফল্য

বর্ত্তমান যুদ্ধ-সঙ্কট ও আর্থিক বিপর্য্যয়ের দিনেও হিন্দুস্থান যে ক্রমোন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে, ইহা হিন্দুস্থানের সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৪২ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী হইতেই উপলব্ধি হইবে। নিম্নের আর্থিক পরিচয়ে সোসাইটির প্রভূত সাফল্যের সামান্য নিদর্শন প্রদত্ত হইল।

আর্থিক পরিচয়

নূতন বীমা	প্রায় তিন কোটি টাকা
মোট চলতি বীমা	১৯ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৪ „ ৭৪ „ „ „
মোট সম্পত্তি	৫ „ ১৮ „ „ „
দাবী শোধ (১৯০৭-৪২)	২ „ ৭৫ „ „ „
প্রিমিয়ামের আয়	প্রায় এক কোটি টাকা।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই মাঘ বুধবার সন ১৩৫০ সাল

বহরমপুরে প্রতিষ্ঠিত সরকারী অনাথাশ্রম

পূর্ণোদ্যমে কার্য্যারম্ভ

দুঃস্থ বালক-বালিকাগণের ভরণপোষণ ও শিক্ষা-প্রদানের জন্য বহরমপুরে যে অনাথাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে খোলা হইল। অদ্যাবধি এক শত বালক বালিকা ভর্ত্তি করা হইয়াছে। শীঘ্রই আরও বালক বালিকাকে তথায় প্রেরণ করা হইবে। ২২ একর জমির উপর এই অনাথাশ্রম স্থাপিত। উক্ত জমিতে ধান ও গমের ফসল এবং পেঁপে, কলা, কাগজি লেবু প্রভৃতি ফলের একটী উদ্যান প্রস্তুত করা হইবে। প্রায় ৪ বিঘা জমি জুড়িয়া শাকসব্জীর চাষ করা হইবে। উহার মধ্যে একটী ভাল পুকুরও আছে তাহাতে অনেক মাছ আছে। তদারক কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারী ছাড়াও কয়েকজন মহিলা সাহায্যকারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহারা ছেলে-মেয়েদের জননী, শুশ্রূষাকারিণী ও শিক্ষয়িত্রীর স্থান গ্রহণ করিবেন। যথোপযুক্ত চিকিৎসা ও রোগীর কামরার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনাথাশ্রমটী মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাহিরে অবস্থিত হওয়ায়—স্বাস্থ্যকর অবস্থা রক্ষার জন্য বহু সংখ্যক ভৃত্য প্রভৃতি নিযুক্ত করার প্রয়োজন হইয়াছে।

বিগ্রহের ভোগ

হিন্দু পরিবারের বিগ্রহের ভোগের জন্য কোন রেশন কার্ড দেওয়া হইবে না। কলিকাতা এলাকার রেশনিং কণ্ট্রোলারের এই সিদ্ধান্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্রকে জানান হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মিত্র ঐ সম্বন্ধে কণ্ট্রোলারের নিকট পত্র দিয়াছিলেন।

নীলামের ইস্তাহার

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪

১৯৪৩ সালের ডিক্রীজারী

১৬৬৫ খাং ডিঃ সেবাইত রমেন্দ্রমোহন সরকার নাবালক দিং পক্ষে অলি মাতা ও স্বয়ং নির্ম্মলাবালা দাস্যা দেং পত্তনীদার পার্শ্বনাথ পাঁড়ের দখলিকার ১। যোগেন্দ্রচন্দ্র খাঁ ২। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় দিং দাবি ৩৭২৸৵৩ থানা সুতী মৌজে ডিহি হিলোড়া ৪৮৬।১ নং তৌজী খং ১২৯ মৌজে গাম্ভিরা খং ৩৩, মৌজে পাঁচগাছী খং ২, মৌজে মহাম্মদপুর খং ২ ও অন্যান্য মৌজাভুক্ত যাহার বার্ষিক পত্তনী খাজনা ৩৭৮১।১০॥০ পাই উক্ত জমার জমি মধ্য স্বত্ব পত্তনী হয়। আঃ ৩৫০৲

১৪৪২ খাং ডিঃ সেবাইত রাধাবল্লভ নাথ দিং দেং ঊষারাণী দেবী দাবি ১১৫।৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামচন্দ্রবাটী ৪-৪৫ শতকের কাত ৬০।/০ আঃ ৬০৲ খং ৬৪৫

১৪৪১ খাং ডিঃ সেবাইত শ্যামাচরণ নাথ দিং দেং শ্রীমন্ত মণ্ডল দিং দাবি ৩৬।/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মিঠিপুর ও রামদেবপুর ১-৬২ শতকের কাত ৫৸১১+৸/৭ আঃ ২০৲ খং ৩৫৭, ৩৫৯

১৪৪৩ খাং ডিঃ ঐ দেং অমিয়মোহন রায় দিং দাবি ৭৯॥৵৯ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ২-৪০ শতকের কাত ২২।৫ আঃ ২৫৲ খং ৫৮৪

৬৯ অন্য ডিঃ ঐ দেং সাখোয়াত আলি সেখ দিং দাবি ৮০৸/৯ থানা ঐ মৌজে দক্ষিণপাড়া ২-৪০ শতকের কাত ১॥/০ আঃ ৩০৲ খং ৪২৭

চৌকি জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪

১৯৪৩ সালের ডিক্রীজারী

৯৩০ খাং ডিঃ বীরেন্দ্রনাথ মাহাতা দেং জাবেদ সেখ দিং দাবি ১০॥৶০ থানা সাগরদীঘি মৌজে পাউলী ৩১ শতকের কাত ২৸৵৫ আঃ ৫৲ খং ১৬৩

১০৫০ খাং ডিঃ নরেশচন্দ্র বসু দেং আপ্তাবুদ্দিন সেখ দাবি ২৬৸৶৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে কাঁচিয়া বিষ্ণুডাঙ্গা ১-১৪ শতকের কাত ৩৸৶৯ আঃ ১০৲ খং ৬৫৯

১০৫১ খাং ডিঃ ঐ দেং সাদেমানি সেখ দিং দাবি ২০॥০ মৌজাদি ঐ ৭৯ শতকের কাত ৩৫৯ আঃ ১০৲ খং ৬০২

১০৬৩ খাং ডিঃ ঐ দেং দামু মাঝি দিং দাবি ৭৫৸৶০ মৌজাদি ঐ ২-৯০ শতকের কাত ১৩।৶৯ আঃ ২৫৲ খং ২৮৫

৯৭৩ খাং ডিঃ গোপিকারঞ্জন সেন দিং পক্ষে কমন ম্যানেজার মনোরঞ্জন সেন দেং দেরাসতুল্লা মৌলবী দিং দাবি ৪০।০ থানা সাগরদীঘি মৌজে টিকরডাঙ্গা ৩-৪৫ শতক জমি আঃ ৩০৲

৯৮১ খাং ডিঃ ঐ দেং গোলাম মহাম্মদ দিং দাবি ১১৪॥৬ মৌজাদি ঐ ৪-১৬ শতকের কাত ২০।৭॥০ আঃ ১০০৲

৯৭৪ খাং ডিঃ কমন ম্যানেজার মনোরঞ্জন সেন দেং পঞ্চানন সিংহ দাবি ৩৬৸৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে হোসেনপুর ১-৫ শতকের কাত ৪॥/৬ আঃ ২০৲ খং ১৮১

৯৭৬ খাং ডিঃ গোপিকারঞ্জন সেন দিং পক্ষে কমন ম্যানেজার মনোরঞ্জন সেন দেং কুলজুদ্দিন সেখ দাবি ৬০৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে গড়ের পাহাড় ১-৮৮ শতকের কাত ১০।৶০ আঃ ৫০৲

৯৮২ খাং ডিঃ কমন ম্যানেজার মনোরঞ্জন সেন দেং তুমুরুদ্দিন সেখ দাবি ২৯॥৶৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে চারগাছি ৯৭ শতকের কাত ৪॥৶৩ আঃ ২০৲

১৯৪৪ সালের ডিক্রীজারী

২ খাং ডিঃ গোবিন্দলাল ভট্টাচার্য্য দিং দেং মতিলাল মণ্ডল দিং দাবি ১৫৲ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রমাকান্তপুর ৭২ শতকের কাত ৬॥৩ আঃ ১০৲ খং ১।১

১৯৪৩ সালের ডিক্রীজারী

৭০২ খাং ডিঃ বাঁশরীমোহন সেন দিং দেং ভোলানাথ মণ্ডল দিং দাবি ১৩৸৶৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে বালিয়া ৩০ শতকের কাত ১৸০ আঃ ৫৲ খং ৯১৯ রায়ত স্থিতিবান

৭০৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ভোলানাথ মণ্ডল দাবি ১৮৸৶৬ মৌজাদি ঐ ১-৫ শতকের কাত ৩৸৶০ আঃ ১০৲ খং ৯২৭ ঐ স্বত্ব

৭০৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ভোলানাথ মণ্ডল দিং দাবি ৯৸৶৩ মৌজাদি ঐ ২৯ শতকের কাত ১৸০ আঃ ৪৲ খং ৯২০ ঐ স্বত্ব

১০০৩ থাং ডিঃ হীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং যতীন্দ্রনাথ বর্ম্মা দাবি ১৮৶৯ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ৵৫০ জমির কাত ৩৫০ আঃ ১০৲ থং ১৪০৯

১০৪৩ থাং ডিঃ ঐ দেং ছেঁচরু সেথ দাবি ১১৫৩ মৌজাদি ঐ ৬ শতকের কাত ১৫৶৪ আঃ ৫৲ থং ১০৬৩

১০৩৭ থাং ডিঃ সৌদামিনী রায় দেং হরিপদ দাস দাবি ১৩৲ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে পরাণপাড়া ১০ শতকের কাত ১॥৵৪ আঃ ৫৲ থং ১৪৫২

১০৪২ থাং ডিঃ ঐ দেং লগন্থ সেথ দিং দাবি ৯।৵০ মৌজাদি ঐ ৭ শতকের কাত ১।৶৬ আঃ ৫৲ থং ১৪৪৩

মফঃস্বলে ব্যাপক চিকিৎসা-ব্যবস্থা

জরুরী হাসপাতালে বহু আসবাবপত্র প্রেরণ

সেনাদলের চিকিৎসা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যে সব জরুরী হাসপাতাল পরিচালনা করিতেছেন, তাহাদের জন্য বাঙলা সরকার ৫৮০০ বেডের উপযোগী চিকিৎসা-সংক্রান্ত আসবাব পত্র প্রদান করিয়াছেন। অতিরিক্ত ১,৬০০ বেডের উপযোগী আসবাব-পত্রও তাঁহারা সরবরাহ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ৯১টী ভ্রাম্যমান এবং আরও ৪০টী চিকিৎসালয়ের জন্য দ্রব্যাদি এবং অতিরিক্ত ৫৯ সেট চিকিৎসাসংক্রান্ত আসবাব-পত্রাদিও সরবরাহ করা হইয়াছে।

১০ই জানুয়ারী অবধি বেসামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ২৭২টী জরুরী হাসপাতাল খোলা হইয়াছে।

বেসামরিক কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা যে সব জরুরী হাসপাতাল পরিচালিত হইতেছে তাহাদের জন্য ১৪,৬০০ বেডের উপযোগী চিকিৎসা-সংক্রান্ত আসবাব-পত্র প্রদান করা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থায়ী হাসপাতালগুলির প্রয়োজনের জন্য প্রতি জেলায় যে আসবাব-পত্র জমা করা আছে, তাহা ত পৃথক আছেই। এইরূপ আসবাব-পত্রের প্রতি সেটে গড়ে প্রায় ৬০টী দ্রব্য থাকে। সালফো-গিনিডাইন, সালফো-নিলামাইড, এম, বি, ৬৯৩, সালফার অয়েন্টমেন্ট, ভিটামিন "এ" ও "ডি" এর বড়ী, এমিটাইন, হাইড্রোক্লোর প্রভৃতি ঔষধও উহার অন্তর্ভুক্ত। জরুরী হাসপাতালগুলিতে বহু সংস্র কম্বল, বিছানার চাদর, বালিস ও বালিসের ওয়াড় প্রভৃতিও দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ

আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গালা গবরমেণ্টের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট বরাদ্দসমূহ উপস্থাপিত করা হইবে। ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৪ দিন ধরিয়া বাজেট সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা হইবে। ব্যয়-বরাদ্দসমূহ সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ আরম্ভ হইবে ১৩ই মার্চ্চ তারিখে এবং ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত উহা চলিতে থাকিবে। বর্ত্তমান কার্য্যসূচী অনুসারে ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে এবং পরিষদের অধিবেশন হইবে মোট ৪১টি, তন্মধ্যে দুইদিন বেসরকারী কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। প্রথম দিনের কার্য্য-তালিকার মধ্যে ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় নিরন্ন '(স্ব স্ব গ্রামে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া ও সাহায্যদান) অর্ডিনান্স ও ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় কৃষিজমি হস্তান্তর (সাময়িক ব্যবস্থা) অর্ডিনান্স পরিষদে উত্থাপন অন্যতম।

লাইসেন্স ব্যতীত এককালীন ২০ মণের বেশী রাখা নিষিদ্ধ

২১শে জানুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত ১৯৪৪ সালের বঙ্গীয় জরুরী খাদ্য শস্য মজুত ও গুদাম সম্পর্কিত আদেশে বলা হইয়াছে যে, সরকারের অনুমতি ব্যতীত ১৯৪৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীর পর কোন ব্যক্তি ১৯৪২ সালের খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণের আদেশানুসারে লাইসেন্স না দেখাইতে পারিলে এককালীন ২০ মণের অতিরিক্ত ধান বা চাউল রাখিতে পারিবেন না। কলিকাতা, কলিকাতা পোর্ট, গার্ডেনরীচ, টালিগঞ্জ, হাওড়া, বালী, বেলুড় এবং সাউথ সুবারবন মিউনিসিপ্যালিটি ব্যতীত বাঙ্গলার অন্য সমস্ত স্থানে আদেশটি বলবৎ হইবে।

কোন লোক নিজে তাঁহার নিজের পরিবারের লোক-জনের সাহায্যে, শ্রমিক নিয়োগ করিয়া বা না করিয়া অথবা আধিয়ার, বর্গাদার বা ভাগদারের সাহায্যে চাউল উৎপাদন করিয়া থাকিলে ঐ চাউল তাঁহার অধিকারে বা গুদামে রাখা সম্পর্কে আদেশটি কার্য্যকরী হইবে।

বিজ্ঞাপন

আমি শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় সাং বেলড়িয়া প্রকাশ করিতেছি যে আমি বেশীর ভাগ বেলড়িয়া গ্রামে বসবাস করি। অনেক সময় রঘুনাথগঞ্জস্থ ৺ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর ঠিকানায় সমন আদি জারী হইলে আমি তাহা একেবারেই জানিতে পারি না এবং তদ্দ্বারা আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। আমি এ কারণ সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য এই বিজ্ঞাপন দিলাম।

শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

বরোদায় বিধি-বিভ্রাট

ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ও প্রগতিশীল রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজ স্যার প্রতাপ সিংহ দুই বৎসর পূর্ব্বে—১৯৪২ খৃষ্টাব্দে—এক পত্নী বর্ত্তমান থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া এক আইন জারী করেন। যে এই আইন ভঙ্গ করিবে, তাহার কঠোর দণ্ডেরও ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই মহারাজের কোন প্রজাই বোধ হয় আর পত্নী বর্ত্তমানে পুনরায় বিবাহ করিতে সাহসী হয় নাই। কিন্তু মহারাজ নিজেই তাঁহার বহু সন্তানবতী প্রথমা পত্নী বর্ত্তমান থাকিতেই সম্প্রতি এক মহিলাকে বিবাহ করিয়া বসিয়াছেন। এই বিবাহটাও অবশ্য বিচিত্র রকমের; হিন্দুর দৃষ্টিতে ইহা বিবাহই নহে। তথাপি ইহাতে বরোদা রাজ্যের রাজবিধি লঙ্ঘিত হইয়াছে বলিয়া বিষম গণ্ডগোল বাধিয়াছে। মহারাজ যে মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন বলা হইতেছে, প্রকাশ, তিনি পূর্ব্বে এক হিন্দু জমিদারের বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। হিন্দুর বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় না; অথচ ঐ মহিলা তাঁহার স্বামীর সহিত সম্পর্কবন্ধ করিতে চাহেন; এজন্য তাঁহাকে মুসলমান হইতে হয়। পরে আবার আর্য্যসমাজী মতে 'শুদ্ধি' অনুষ্ঠান করিয়া তিনি হিন্দু আখ্যা লাভ করেন। তাহার পর মহারাজের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। বরোদার প্রজাসাধারণ ইহাতে অসন্তুষ্ট ও ব্যথিত হইয়াছে, ইহা সহজেই অনুমেয়। আইনের দৃষ্টিতেও ইহা ঘোরতর বিপর্য্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। মহারাজ হয় তাঁহার এই নূতন পত্নী ত্যাগ বা সিংহাসন ত্যাগ না করিলে

(অবশিষ্টাংশ পরপৃষ্ঠায় দেখুন।)

অথবা তৃতীয় পন্থা হিসাবে তাঁহার সখের দ্বিতীয় বিবাহ নিষেধ বিধি প্রত্যাহার না করিলে সমস্যার সমাধান হইবার নহে।

দুঃস্থদিগকে বস্ত্র প্রদানের ব্যবস্থা

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্দ্ধ মূল্যে সরবরাহ

বাঙলা সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কাপড়চোপড় পাওয়া গেলে দায়িত্বসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট অর্দ্ধমূল্যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়, তুলার কম্বল ও বালক-বালিকাদের পোষাকাদি এই সর্ত্তে বিক্রয় করা হইবে যে, তাঁহারা উহা প্রকৃত দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন। কলিকাতার রিলিফ কো-অর্ডিনেশন অফিসার এবং মফঃস্বলের সমস্ত কালেক্টার ও মহকুমা হাকিমের উপর এইরূপ বিক্রয় মঞ্জুর ও মূল্যাদির সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করার ভার দেওয়া হইয়াছে। যে সমস্ত লোক বা প্রতিষ্ঠান এইরূপ মাল পাইবার অধিকারী হইবেন, তাঁহাদিগের একটী অনুমোদিত তালিকা মঞ্জুর করার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

এই সব কাপড়-চোপড়ের বিক্রয়-লব্ধ অর্থ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য নূতন বস্ত্রাদি ক্রয়ে ব্যয় করা হইবে।

স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হকের সংগৃহীত অর্থ হইতে বাঙলার দুঃস্থদের জন্য ৯,০০০ কম্বল ও ৪,০০০ হাজার গজ কাপড় বোম্বাই হইতে ক্রীত হইয়া বাঙলায় প্রেরিত হইয়াছে।

বিনামূল্যে হাঁপানীর ঔষধ

নিম্ন ঠিকানায় ৺মনোহর দাস বাবাজী সাধু প্রদত্ত হাঁপানীর ঔষধ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এই ঔষধ মাত্র একবার সেবন করিতে হয়। ঠিকানা ও ছয় পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত খাম পাঠাইলে মফঃস্বলে ডাকযোগে ঔষধ প্রেরিত হয়।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দাস

শ্রীযুক্ত রায় মহেন্দ্রনাথ দাস বাহাদুরের বাটী

জগতাই, পোঃ নিমতিতা, (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

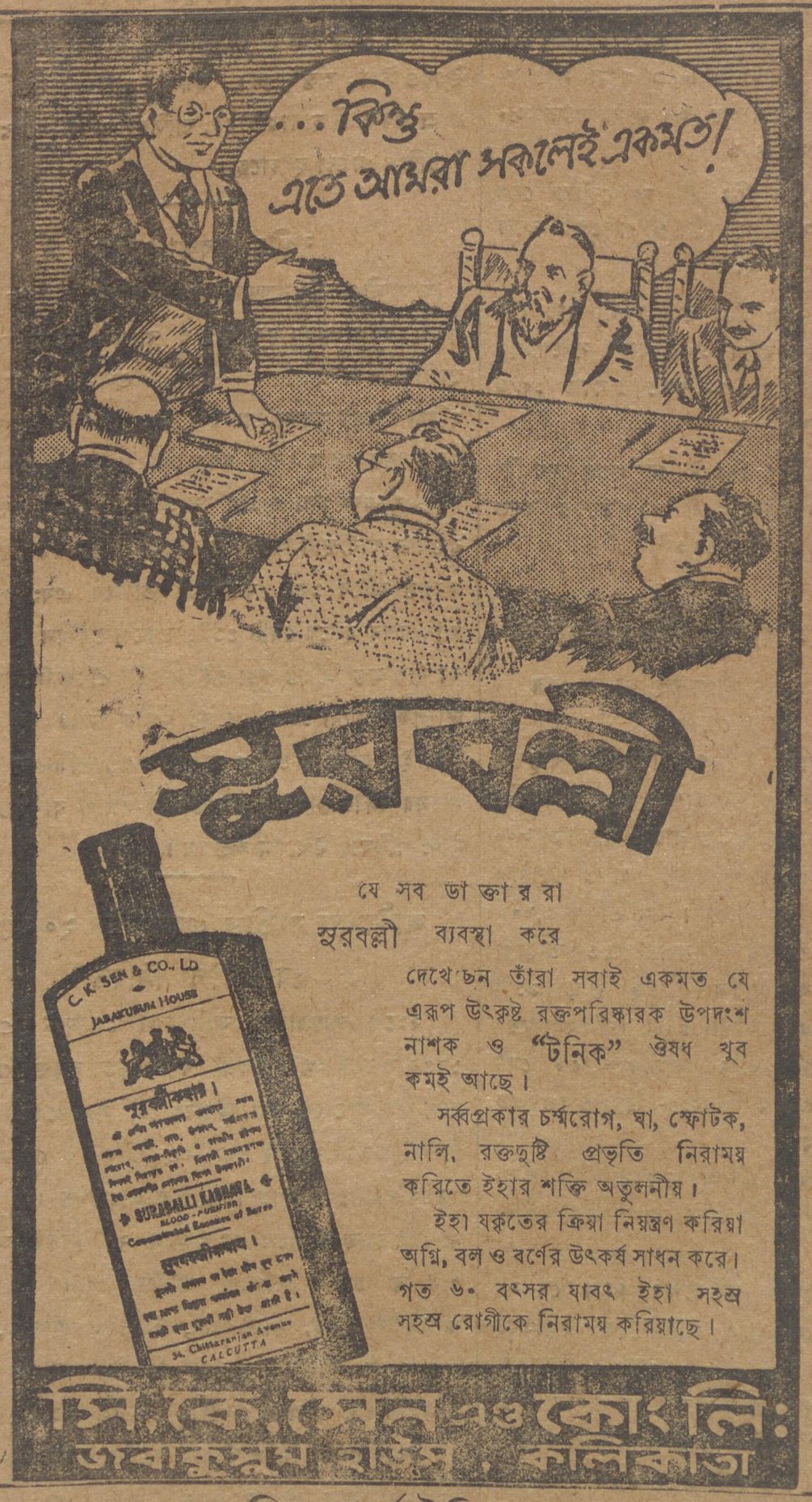

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পুঁজ আরোগ্য হয়।

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস

"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)